পৌরাণিকী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

BANGLADARSHAN.COM

কি সৌভাগ্য! নিত্য করেছে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন–
শ্যামতনু আহা কিবা লাবণ্যময়।
না দেখেও দেখা বুকে আঁকা পরিচয়,
করেছিল মনে ভালোবেসে তাঁরে সর্ব সমর্পণ।

BANGLADARSHAN.COM

মহাভারতের সৈনিক

গেল হেথা হতে সৈনিক এক কুরুক্ষেত্র-রণে।
বাঙালী সে—তারে ডাক দিল বীর গণি'—
পাণ্ডবদের প্রথম অক্ষৌহিণী,
নমি' অভিজিৎ নক্ষত্রকে—গেল অনুচর সনে।

২

স্থান হল তার সব্যসাচীর শিবিরের অতি কাছে,
রণসাজে—প্রতি ভোরে শঙ্খের ডাকে
সামরিক অভিবাদন দিয়েছে তাকে,
তাঁর সম বীর কোনো যুগে আর কোনো দেশে নাহি আছে!

৩

কি সৌভাগ্য! নিত্য করেছে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন—
শ্যামতনু আহা কিবা লাবণ্যময়।
না দেখেও দেখা, বুকে আঁকা পরিচয়,
করেছিল মনে ভালোবেসে তাঁরে সর্ব সমর্পণ।

BANGLADARSHAN.COM

৪

বীতরাগ নিজ প্রশংসা-গানে, বঙ্গের সেই বীর,
দুর্যোধনের উরুতে মেরেছে বাণ,
দুঃশাসনের করিয়াছে হতমান,
করেছে সমরে নিশিত সায়কে শকুনিকে অস্থির।

৫

ভীষ্ম দ্রোণের পদবন্দনা করেছে তাহার শর,
অর্জুন বীরে কবে শ্রীকৃষ্ণ ভুলে—
ফুল ও তুলসী দিল আহা পাদমূলে,
স্মরিত তাঁহার নিষেধ-বাণী ও হাস্য সে মনোহর।

৬

প্রতি সন্ধ্যায় বাঙলার গান শুনাইত সেনাদলে,
আপনার মনে করিত সে গুন্ গুন্—

গিয়াছেন শুনি' হাসি' কৃষ্ণার্জুন,
বংশীধারীকে বাঁশী শুনায়েছে অশেষ পুণ্যফলে।

৭

সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ তরে করিয়াছে সংগ্রাম।
খড়্গ হানিয়া জয়দ্রথের সাথে,
মূর্ছিত হয়ে পড়ে তার পদাঘাতে,
দয়াবতী কে যে সরালো তাহারে? জানে না তাহার নাম।

৮

বাঙালীর ছেলে জীবন ত্যজেছে দ্বৈপায়নের তীরে।
ঘেরিয়া তাহারে ছিল সাথী সেনাদল,
পঞ্চভ্রাতার চক্ষে দেখেছে জল,
পার্থ সারথি মূরতি হেরিয়া নয়ন মুদেছে ধীরে।

৯

চিনিত তাহাকে কুরুক্ষেত্র পাণ্ডব কৌরব।
লভেছিল রণে সুকৌশলী সে বীর
প্রশংসমান দৃষ্টি গাণ্ডীবীর,
অখ্যাত হোক তবু যুগ জাতি দেশের সে গৌরব।

১০

তার সংবাদ পাবে নাকো কেউ খুঁজি' শত পাঁজি পুঁথি,
উল্লেখ নাই বেদব্যাসের শ্লোকে,
সঞ্জয়ের সে পড়েনি দিব্য চোখে,
তবুও সত্য—পঞ্চকোটের এই যে জনশ্রুতি।

BANGLADARSHAN.COM

বৃহন্নলা

বৃহন্নলার হল একদিন শ্রীকৃষ্ণ সাথে দেখা
বিরাটের পুরে একা।
হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন, ‘পার্থ ও কি বিচিত্র সাজ
পরিয়াছ—নাহি লাজ?
অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যভঙ্গী রমণীর চপলতা,
কণ্ঠে মধুর কথা,
নিজেকে এমন ভাঙিয়া গড়িলে কেমন করিয়া প্রিয়?
দৃশ্য দর্শনীয়।
শালপ্রাংশু—হে বিশালভুজ—অজেয় ধনুর্ধর
লভেছ রূপান্তর!
অগ্নিগর্ভ সে শমী কেমনে তরুলতা হল ভাবি,
রবি হল মৃগনাভি!
কেশরী কেশরে কে এমন বেণী বিনায়েছে বলিহারি,
দেখিয়া চিনিতে নারি।
মুক্তা ও মণি এভাবেই রয় গহ্বরের আধারেতে
পরিপূর্ণতা পেতে।’

শ্রীকৃষ্ণ পানে করি’ কটাক্ষ কহেন সব্যসাচী—
‘নাচি গাই ভাল আছি।
যা করাও করি, যা সাজাও সাজি, হে নিপুণ নটরাজ,
নাহি ঘৃণা, নাহি লাজ!
অক্ষয় তূণ, সে গাণ্ডীবের কথাই পড়ে না মনে,
রত গীত-গুঞ্জনে।
রাগ-রাগিণীর ঠাট দেখি আমি সাধি নৃত্যের তাল,
আনন্দে কাটে কাল।
সায়কের চেয়ে নৃত্য ও গীতে ভালো হয় অর্চনা,—
তব পদ-বন্দনা।
অস্ত্রবিদ্যা শেখানো তো করা ধরারে উদ্বেজিত,
গীতে চরাচর প্রীত।

BANGLADARSHAN.COM

হেথা পৌরুষ পারুষ্য ত্যজি’ আস্বাদ পায় তায়,
কি সুখ জিতাত্মার।
যে খেলা খেলাও তাহাতেই সখা করো মোরে যেন জয়ী,
অন্যাকাঙ্ক্ষী নহি।
যা দাও আমারে পরাজয় শুধু দিও না যোগেশ্বর–
মাগি এই এক বর।
সর্বকর্মে শ্রীবিজয়ভূতি ধ্রুবা নীতি আমি যাচি–
খেদ নাই মরি বাঁচি।
ভুলেছি রাজ্য অজ্ঞাতবাস, দিবানিশি মনে হয়
আমি সঙ্গীতময়।
সুদর্শনের কথা আজ নহে–সখা প্রসন্ন হও।
বংশীর কথা কও।’

BANGLADARSHAN.COM

ভগীরথের তপস্যা

অস্থি, রক্ত, মজ্জায় মোর এই আকাঙ্ক্ষা বহে,
মোর তপস্যা কেবল আমার জ্ঞাতির জন্য নহে।
শুধু স্বকুলের মুক্তি চাহি না—চাহি না মা উদ্ধার,
সকল যুগের সকল প্রাণীর খোল মা স্বর্গদার।
আজিকার নহে, কালিকার নহে—নহে ক্ষণিকের দান,
অনন্তকাল যেন তব কৃপা হয়ে থাকে অম্লান।
বিতর শক্তি বিতর মুক্তি শ্রীহরিপাদোদ্ভবা,
এসো মা সুদুর্লভা।

স্বল্প শীর্ণ সংকীর্ণ যা, নহে বর্ধনশীল,—
নাহি অভিরুচি, তাহাতে তৃপ্তি নাহি মোর একতিল।
কর নির্মল, অপাপবিদ্ধ, কর মা মহত্তর,
মানব জাতিকে কর বলিষ্ঠ রূপান্তরিত কর।
তোমার পুণ্য পরশে জননি! জগতের নারী-নরে,
কর প্রজ্জ্বাল, সর্বংসহ, তোল উচ্চস্তরে।
দাও তাহাদিকে নব দেহ প্রাণ সর্বাবিষ্ট জয়ী—
গঙ্গে পুণ্যময়ী!

বিষ্ণু-তেজের আবরণ দাও তুমি সবাকার গায়,
রোষবহ্নিতে যেন নাহি পোড়ে আর পতঙ্গপ্রায়।
সৃজি' কালাগ্নি জীবগণে করে মৃত ও উদ্বেজিত—
যে জ্ঞাননেত্র—হোক তা অন্ধ, হোক তা নির্বাপিত
কর অগ্নির অগ্নিমান্দ্য—জীবকে অগ্নিসহ,
হিংসাগ্নি না হইয়া অগ্নি হয়ে র'ক হুতবহ।
জ্যোতিবর্ত্মে ফিরাইয়া দাও তুমি দানবের মতি
রোধ কর অধোগতি।

আমার কামনা, আমার সাধনা করো না মা নিষ্ফল,
সব যুগ সব জাতি যেন লভে আমার তপের ফল।
মোদের দুঃখ সবার দুঃখ করে যেন নিবারণ,

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের ক্ষতি, গোটা বসুধার হয়ে রয় মূলধন
সকল ভস্ম বিভূতি হউক, বিশুদ্ধ হোক লোক–
স্বর্গে মর্ত্যে করে দাও তুমি অমৃতের সংযোগ।
আরম্ভ হোক নূতন কল্প নূতন শতক্রতু–
নারায়ণ প্রসীদতু।

BANGLADARSHAN.COM

পরশুরাম

কাহাকেও দিলে, বজ্র বা বীণা কারেও দণ্ডপাশ,
আমাকে দিয়াছ পরশু ধরার ত্রাস।
আমি করিলাম ধরা নিঃক্ষত্রিয়,
স্থির জেনেছিনু হবে উহা তব প্রিয়,
দুষ্কৃতিদলের দণ্ড দেওয়াই ছিল মোর অভিলাষ।

২

যাহারা দুষ্ট, করে অনিষ্ট–ধনী হয়ে পরধনে–
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নিজেকেই প্রভু গণে।
স্ফীত যারা হয়ে মারণাস্ত্রেতে বলী,
শাসে ধরা–কুটনীতিতে সুকৌশলী,
নাশিয়া তাদিকে ভাবিনু মুক্ত করিব জগজ্জনে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

ষড়যন্ত্রের যন্ত্র চূর্ণি' দুর্জনে করি' বধ
ভাবিনু করিব মানবে সুখী ও সৎ।
ধর্মরাজ্য সাধ্য না হোক গড়া,
বাসের যোগ্য করিব বসুন্ধরা,
পীড়িত ধরণী হবে আশ্রম শান্ত রসাস্পদ।

৪

তাতেই পুণ্য যাহা করা যায় তব প্রীত্যর্থে–
কলুষের দাগ লাগেনাকো গাত্রে।
তোমার লাগিয়া মরি যদি পাপ নাই,
তোমার লাগিয়া মরি যদি পাপ নাই–
ইহাই করেছি ধ্যান ও মনন দিবসে ও রাত্রে।

৫

নাশিয়া শাসিয়া আত্মপ্রসাদ কিন্তু এলো না মনে,
সংশয় শুধু জাগিছে সঙ্গোপনে।
যেই পথ দিয়ে চলে যায় তব রথ,

অপরাধীরাই গড়ে দেয় সেই পথ,
তাহাদেরও বুঝি প্রয়োজন আছে তাই ভাবি খনে খনে।

৬

পরশুকে শুধু বড় করিয়াছি—ভাবিনু উহাই সব।
উহাতে আসিল নূতন উপপ্লব।
পাপ যে আসিছে পুণ্যের রূপ ধরি',
শান্তি আসিছে সকল শান্তি হরি'
হিংসার দ্বারা হিংসার রোধ হল না তো সম্ভব।

৭

অত্যাচারী ও অবিবেকী সাথে করি' ঘোর সংগ্রাম
শান্ত ক্লান্ত মাগি আমি বিশ্রাম।
পাপীর ধ্বংসে হল না তো পাপ শেষ,
হল না দিব্য জীবনের উন্মেষ,
বিফল পরশু—ধরা কেঁদে ডাকে, 'এসো রাম প্রাণারাম।'

BANGLADARSHAN.COM

৮

পোড়ায়ে মিটায়ে লৌহ-ধরণী করা তো গেল না সোনা
তবু বৃথা নয় মোর এই আরাধনা।
শুধু হ্রাস করি হিংস্রদের ভিড়,
নত করি যত অতি দর্পীর শির,
হে পরশমণি, তব পরশের বাড়ানু সম্ভাবনা।

॥সমাপ্ত॥